প্রতাপসিংহ উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। ইহা প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত "বান্ধব" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বান্ধবে" বর্ত্তমান উপন্যাসের যে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, মনে করিয়াছিলাম, সেই স্থলেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়া দিব। কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রণ-কালে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই স্থলে গ্রন্থের অবসান হইলে, যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, পাঠকের সমক্ষে তাহার পূর্ণচিত্র উপস্থাপিত করা হয় না এবং প্রাসঙ্গিক উপন্যাসও নানা রূপে অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। এই সকল ত্রুটি পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে, "বান্ধবে" প্রকাশিত অংশের পর, অধুনা, আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল।

যে মহাত্মার মহান্ চরিত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান উপ-

ন্যাস লিখিত, তাঁহার জীবনী ও কার্য্যকলাপ যেরূপ অমানুষী ব্যাপার-সমূহে পরিপূর্ণ তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। আমার দ্বারা তাহা যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রগল্‌ভ বিশ্বাসকে আমি ভ্রমেও মনে স্থান দিই না।

গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তৎসমস্তের সমবায়ে ইহা উপন্যাস না হইয়া অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক-গ্রন্থ-রূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উপন্যাস-পাঠকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য, ভারত-হিতৈষী মহাত্মা টড-প্রণীত রাজস্থান নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।
কলিকাতা। বৈশাখ, ১২৯১।

শ্রীদামোদর শর্ম্মা।

"Thus closed the life of a Rajpoot whose memory is even now idolized by every Seesodia, and will continue to be so, till renewed oppression shall extinguish the remaining sparks of patriotic feeling. May that day never arrive! yet if such be her destiny, may it, at least, not be hastened by the arms of Britain!"—*Tod's Rajasthan.*

"There is not a pass in the alpine Aravali that is not sanctified by some deed of Pertap,—some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylæ of Mewar; the field of Deweir her Marathon."—*Ibid.*